মিডিয়া বিজ্ঞপ্তি

অধ্যাপক হামিদুজ্জামান খানের কর্ম ও জীবন স্মরণে

ফটো ক্যাপশন: প্রফেসর হামিদুজ্জামান খানের স্মরণসভায় ভাস্কর আইভি জামান তাঁর স্বামীর কঠোর পরিশ্রম, দেশের অন্যতম ভাস্কর ও শিল্পী হয়ে উঠা এবং অবদান স্মরণ করেন। সভাটি সামিট গাজীপুর ৪৬৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রাঙ্গণে 'হামিদুজ্জামান ভাস্কর্য পার্ক' অনুষ্ঠিত হয়।

(গাজীপুর, ২০শে আগস্ট ২০২৫, বুধবার): বাংলাদেশের প্রখ্যাত ভাস্কর ও শিল্পী অধ্যাপক হামিদুজ্জামান খান ২০শে জুলাই ২০২৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। কিংবদন্তী এই শিল্পীর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন এবং দেশের শিল্প-সংস্কৃতিতে তাঁর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজ (বুধবার) সামিট গাজীপুর ৪৬৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রাঙ্গণে অবস্থিত 'হামিদুজ্জামান ভাস্কর্য পার্কে' একটি স্মরণসভা আয়োজিত হয়েছে।

সামিট গ্রুপ অব কোম্পানিজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও হামিদুজ্জামান খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুহাম্মদ আজিজ খান, পিবিএম স্মৃতিচারণ করে বলেন, "একদিন অফিসে বসে হামিদ ভাইয়ের সাথে ভাস্কর্য নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, "বড় কিছু করতে চাই।" আমি বললাম, "চলুন, আমরা গাজীপুরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেসিপ্রোকেটিং বিদ্যুৎকেন্দ্র—৪৬৪ মেগাওয়াট তৈরি করছি। সেখানে অনেক মেটালের টুকরো, স্ক্র্যাপ পড়ে আছে। এগুলো দিয়ে কিছু সৃষ্টি করেন।" সেই স্ক্র্যাপ দিয়েই তাঁর কোমল হাতে গড়ে উঠল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় 'হামিদুজ্জামান ভাস্কর্য পার্ক'। কী আনন্দই না হয়েছিল তাঁর! এখানেই দিন-রাত কাজ করতেন, সৃষ্টি করতেন, আমাদের শেখাতেন—শিল্প কীভাবে শ্রম থেকে জন্ম নেয়, শিল্প কীভাবে

মনুষ্যত্বকে উঁচু করে। আজ সামিট পরিবার, তাঁর সেই সান্নিধ্যে উপলব্ধি করেছি শিল্প ও শিল্পায়ন একে অপরের পরিপূরক।”

হামিদুজ্জামান খান ভাস্কর্য পার্ক ঘুরে দেখার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। হামিদুজ্জামান খানের সহধর্মিণী শিল্পী আইভি জামান আমন্ত্রিত অতিথিদের অসাধারণ শিল্পকর্মগুলো ঘুরে দেখান।
ভাস্কর্য পার্ক পরিদর্শনের পর খ্যাতনামা শিল্পী নিসার হোসেন, মাইনুল আবেদিন, চারুকলা অনুষদের শিক্ষক নাসিমুল খবির ডিউক এবং ভাস্কর আইভি জামান, বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতিতে অধ্যাপক হামিদুজ্জামান খানের অনবদ্য অবদান এবং নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের ওপর তাঁর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। সামিট পাওয়ার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেজর জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম আখন্দ (অব.), এনডিসি, পিএসসি, পিএইচডি, অনুষ্ঠানে অতিথিদের অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। সামিট গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খানের ভার্চুয়াল বক্তব্যদানের মাধ্যমে স্মরণসভার সমাপ্তি হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হামিদুজ্জামান খানের সহকর্মী, সহপাঠী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ, নারায়ণগঞ্জ আর্ট কলেজ ও ঢাকা আর্ট কলেজের শিক্ষার্থীরা, দেশের খ্যাতনামা আর্ট গ্যালারির সদস্যবৃন্দ এবং হামিদুজ্জামানের পরিবার। এ ছাড়া ভাস্কর্য পার্কটি নির্মাণের সময় হামিদুজ্জামান খানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকা সামিটের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

‘হামিদুজ্জামান ভাস্কর্য পার্ক’- সম্পর্কে: প্রফেসর হামিদুজ্জামান খান (১৯৪৬ – ২০২৫) ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ভাস্কর ও শিল্পী, যিনি দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান, একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গভীর অর্থবহ ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য সিরিজ “রিমেমব্র্যান্স ৭১”-এর মাধ্যমে তাঁর প্রতিভা সর্বাধিক প্রকাশ পায়, যা প্রথম তৈরি করেন ১৯৭৬ সালে। পরবর্তী চার দশক ধরে এই থিমটি বিভিন্ন রূপ, শৈলী ও মাধ্যমে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। এই শিল্পকর্মে বীর মুক্তিযোদ্ধা, পাখি ও স্বাধীনতার প্রতীককে নান্দনিকভাবে তুলে ধরেছেন। বঙ্গভবন, সিউল অলিম্পিক পার্কসহ দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন ভাস্কর্য উদ্যানের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামিদুজ্জামান খানের ভাস্কর্য স্থায়ীভাবে স্থান পেয়েছে।

মুহাম্মদ আজিজ খান, পিবিএম, চেয়ারম্যান, সামিট গ্রুপ অব কোম্পানিজ এবং অধ্যাপক হামিদুজ্জামান খানের মধ্যে গড়ে ওঠা স্নেহ ও বন্ধুত্বের বন্ধন থেকে নির্মিত হয় বাংলাদেশের প্রথম ভাস্কর্য পার্ক – “হামিদুজ্জামান ভাস্কর্য পার্ক”। সামিট গাজীপুর ৪৬৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রাঙ্গণে অবস্থিত এই পার্কে রয়েছে বাংলাদেশের দীর্ঘতম ম্যুরাল। ২০১৯ সালে উদ্বোধনের পর থেকে এই পার্কে ৮৬টি ভাস্কর্য স্থাপন করা করেছেন হামিদুজ্জামান খান।

আরও তথ্য জানতে:
মোহসেনা হাসান
ইমেইল: mohsena.hassan@summit-centre.com | হোয়াটসঅ্যাপ/মোবাইল: +8801713081905